বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৫/২০১৫

জনাব মোঃ ইনসুর আলী ফরিয়াদী
২৩, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা)
পল্টন, ঢাকা-১০০০।

বনাম

১। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, প্রধান সম্পাদক প্রতিপক্ষ
২। বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাবুর রহমান চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
৩। শেখ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী সম্পাদক
৪। সালিমার শাম্মী আহমেদ, প্রকাশক
৫। রেজিনা বেগম, স্টাফ রিপোর্টার
দৈনিক নূতন সংবাদ
৮৩ বি, মৌচাক টাওয়ার
রুম নং- ৫১৩, মালিবাগ মোড়
ঢাকা।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার সদস্য।
৩। জনাব আকরাম হোসেন খান সদস্য।

ফরিয়াদী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষ ঃ অনুপস্থিত।
শুনানীর তারিখ ঃ ০৮/০৩/২০১৬, ১৮/০৪/২০১৬, ২৫/০৫/২০১৬, ২১/০৯/২০১৬ ও ০৮/১১/২০১৬।
রায়ের তারিখ ঃ ২৯/১১/২০১৬।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

ফরিয়াদী দৈনিক নূতন সংবাদ পত্রিকায় গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং তারিখের ২১২ সংখ্যায় ৮ এর পাতায় ৫নং কলামে "নিয়ন্ত্রণহীন রিকসা বাণিজ্যে সয়লাভ হয়ে পড়েছে ঢাকা শহর" শিরোনামের সংবাদের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক নূতন সংবাদ পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসমক্ষে সামাজিক/রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, তিনি জাতীয় রিকসা-ভ্যান শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সংগঠনটির রেজিঃ নং বি-২০০২। সংগঠনটি ঢাকায় চলাচলকারী রিকসা শ্রমিক ও ক্ষুদে মালিকদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০১ সালে ২৫টি সংগঠনের সমন্বয়ে বাংলাদেশ রিকসা-ভ্যান সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।

জাতীয় রিকসা-ভ্যান শ্রমিক লীগের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর হতে রিকসা মালিক-শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের নিকট বহু আবেদন-নিবেদন চিঠি পত্র আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে সভা-সমাবেশ সিম্পোজিয়াম করে থাকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী এই সংগঠনটি ট্রেড ইউনিয়নের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে। সংগঠনটি কোন বিষয়ে কারও নিকট থেকে কোন প্রকার চাঁদা আদায় করে না।

চলমান পাতা ০২

প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, প্রায় ৪০টি ভূইফোঁড় সংগঠন সিন্ডিকেট করে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদাবাজি করে। কিন্তু প্রতিবেদক কিভাবে কার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় তা উল্লেখ করেনি। ঐ প্রতিবেদনে ফরিয়াদীকে (মোঃ ইনসুর আলী) সিন্ডিকেটের গডফাদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফরিয়াদী কিসের গডফাদার, কিভাবে গডফাদার হলেন তা তার বোধগম্য নয়। প্রকাশিত সংবাদের এই বাক্যগুলোতে ফরিয়াদীর সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মান সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। প্রতিবেদক শুধু মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ করে ক্ষ্যান্ত হয়নি, সে ফরিয়াদীকে বার বার ফোন করে তার ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে আঘাত করেছে। তার মধ্যে ফরিয়াদী ঢাকা শহরে কি করেন, কিভাবে ঢাকার বাড়ির মালিক হলেন এবং তার মাসিক আয় কত ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও তিনি নিজে পুনরায় ফরিয়াদীর সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু সংবাদ প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেনি। সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রোজিনা নামে ক্রাইম রিপোর্টার পরিচয় দিয়ে ০১৯৫৫৩৪৪৪৫৮ নাম্বার থেকে ফোন করে বিভিন্নভাবে হয়রানী করছে এবং দুদকে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়ার হুমকি প্রদান করেছে। তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিবেদককে অফিসে আসতে বললে তিনি অফিসে আসেনি।

ফরিয়াদী অবৈধ রিকসা-ভ্যান উচ্ছেদ ও লাইসেন্স বিহীন রিকসার বৈধ লাইসেন্স পাওয়ার দাবিতে সাবেক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিকট নতুন করে ৫০ হাজার রিকসা ১৫ হাজার ভ্যানের নতুন লাইসেন্স প্রদানের আবেদন করে এবং সংগঠনের দাবির প্রেক্ষিতে গত ০৬/১১/২০০১ইং তারিখ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে এম নুরুল হুদার সভাপতিত্বে একটি সভা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ১১ তলার ২১২ নং কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, সাবেক পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) উত্তর ও দক্ষিণ এবং রিকসা মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ। উক্ত সভায় রিকসা-ভ্যান মালিক-শ্রমিকদের দাবি বিবেচনা পূর্বক ৩৫ হাজার রিকসা ও ৮ হাজার ভ্যানের নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভায় লাইসেন্স প্রদান না করা পর্যন্ত অত্র সংগঠনের পরিচয়পত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা শহরে লাইসেন্স বিহীন ৪৩ হাজার রিকসা-ভ্যানগুলি চলাচল করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সেই আলোকে সাবেক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ৩৫ হাজার রিকসা ও ৮ হাজার ভ্যানগাড়ির নতুন লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক সদস্যদের নামের তালিকা দাখিল করার জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। গত ১৫/১১/২০০১ইং তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপ-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক উত্তর/দক্ষিণ বরাবর দাখিল করা হয়। কিন্তু দাখিলকৃত তালিকা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নতুন লাইসেন্স ইস্যু করেন নাই। সর্বশেষ গত ০৬/০৪/২০১৫ইং তারিখে অত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় প্রশাসক ও ২৫/০৮/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয় এবং ২৬/০৫/২০১৫ইং তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর/দক্ষিণ এর নির্বাচিত মেয়র মহোদয় বরাবর বিগত ১৪ বৎসরের ৪৩ হাজার লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ৩০০/- টাকা হারে ১৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ পূর্বক নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য আবেদন করে। এ ব্যাপারে কারও কাছ থেকে কোন টাকা নেওয়া হয় নাই। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী কেবলমাত্র সংগঠনের সদস্যদের ধার্য্যকৃত ২০/- টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যা ব্যবহৃত পরিচয়পত্রতে লেখা রয়েছে।

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে প্রকাশিত সংবাদ তাহার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এবং বিশেষভাবে **"প্রায় ৪০টি ভূইফোঁড় সংগঠন সিন্ডিকেট করে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদাবাজি করে।"** এই অংশটুকু তাহাকে আঘাত করেছে। সংগঠনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর শ্রম দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত একটি রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত সংগঠন। প্রতিবেদক কিভাবে কার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি। ঐ প্রতিবেদনে ফরিয়াদীকে সিন্ডিকেটের গডফাদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এ সংবাদের প্রেক্ষিতে ডাকযোগে সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং তারিখে লিখিত প্রতিবাদ পাঠিয়েছে কিন্তু সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

পরিশেষে ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিলের এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাব ঃ

প্রতিপক্ষ নিয়ম অনুসারে কোন জবাব দাখিল করেনি বরং তার ১৪/১১/২০১৬ইং তারিখের পত্রটি বিবেচনায় নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন করেছেন। পত্রটি নিম্নে হুবুহু উদ্ধৃত করা হলোঃ

চলমান পাতা ০৩

"আপনার প্রেরিত গত ১৯/১০/২০১৫ তারিখের পত্র মোতাবেক আমি জানতে পারলাম আমি সহ আমার পত্রিকার কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আপনার বরাবরে অভিযোগ করা হয়েছে। এই স্মারকের বাহিরে কাউন্সিলের কোন নির্দেশ বা পত্র আমার প্রতিষ্ঠানে আসে নাই বিধায় বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তাছাড়া বাদী ইনসুর আলীকে জড়িয়ে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল তাহার প্রতিবাদ গত ১১/০৬/২০১৫ইং তারিখে সংখ্যায় প্রতিবাদ হিসাবে প্রকাশ হয়েছে। তারপরও আমি ও আমার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ হয়রানী ছাড়া আর কিছুইনা।

অতএব জনাবের নিকট আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করে অভিযোগ নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করছি।"

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর ঃ

গত ০৬/০৯/২০১৫ইং তারিখ দৈনিক নুতন সংবাদপত্রে প্রকাশিত "নিয়ন্ত্রণহীন রিকসা বাণিজ্যে সয়লাভ হয়ে পড়েছে ঢাকা শহর" শিরোনামের মধ্যে ফরিয়াদীর সংগঠন জাতীয় রিকসা-ভ্যান শ্রমিক লীগ এর সাধারণ সম্পাদককে (মোঃ ইনসুর আলী) চাঁদাবাজীর গডফাদার উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সংবাদ শিরোনামের বিরুদ্ধে গত ০৬/০৯/২০১৫ইং তারিখে উক্ত পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বরাবরে প্রতিবাদ জানিয়ে ফরিয়াদী একটি পত্র প্রেরণ করে।

০৬/০৯/২০১৫ইং তারিখ হতে ১৩/০৯/২০১৫ পর্যন্ত দৈনিক নুতন সংবাদে প্রতিবাদ ছাপানো হয়নি বিধায় গত ১৩/০৯/২০১৫ইং তারিখ, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান সমীপে ফরিয়াদী মামলাটি রুজু করে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সচিব (যুগ্ম সচিব) মহোদয় স্বাক্ষরিত একটি পত্র ফরিয়াদীর হস্তগত হয়েছে। উক্ত পত্রে বর্ণিত মামলা সম্পর্কে প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করেছে মর্মে অবহিত হয়েছে।

দৈনিক নুতন সংবাদ পত্রিকায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতিবাদ জানায় গত ০৬/০৯/২০১৫ইং তারিখে কিন্তু ফরিয়াদী প্রতিবাদের ০৩ (তিন) মাস পূর্বে অর্থাৎ ১১/০৬/২০১৫ইং তারিখে প্রতিবাদ ছাপানো হয়েছে মর্মে দাবী করেছে যা ফরিয়াদীর বোধমগ্য নহে।

নথী পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সমন প্রাপ্তির পর একদিনের জন্য কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটির সম্মুখে হাজির হয়নি বরং একটি পত্র পাঠিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করার জন্য নিবেদন করেছে।

ফরিয়াদী শুনানীর দিন উপস্থিত হয়ে তাঁর মামলা তিনি পরিচালনা করেছেন। ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ বিচারিক কমিটির সমন প্রাপ্তির পর একদিনও কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটির সম্মুখে হাজির হননি, এমতাবস্থায় বিচারিক কমিটির সমন অবজ্ঞা করেছেন যার জন্য প্রতিপক্ষের পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রতিপক্ষের আচরণ হলুদ সাংবাদিকতার শামিল এবং পত্রিকাকে হাতিয়ার করে চাঁদাবাজী করার প্রয়াস পেয়েছে। পত্রিকাটি সাংবাদিকতার কোন নিয়মনীতি মানে না এবং নিরীহ মানুষের মান-সম্মান হানী করতে সদা ব্যস্ত থাকে। তিনি বলেন যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে শেষ পৃষ্ঠায় কথিত প্রতিবেদনটি ছাপিয়েছে আর প্রতিবাদ ছাপিয়েছে শেষ পৃষ্ঠায় নিচের দিকে যার ফলে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) লংঘন করেছে। প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ ছাপালেও ফরিয়াদীর অভিযোগ প্রশমিত হয়নি কারণ এই প্রতিবেদন ছাপিয়ে ফরিয়াদীকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

পরিশেষে, ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকারের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষ বা তার কোন প্রতিনিধি বিচারিক কমিটির সম্মুখে হননি। বিতর্কিত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেদক ফরিয়াদীর নিকট প্রতিবেদন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কোন বক্তব্য নেয়া হয়নি বরং ইচ্ছামতো প্রতিবেদনটি ছাপিয়েছে। ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।

ফরিয়াদীর বক্তব্য শুনা হলো এবং দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। প্রতিপক্ষের পত্রিকা 'দৈনিক নূতন সংবাদ' এ প্রচারিত আবেদনটিও পর্যালোচনা করা হলো।

পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করে আবেদনটি পরিবেশন করেছে।

চলমান পাতা ০৪

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষকে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ সমন প্রাপ্তির পরও অবজ্ঞা/লংঘন করে হাজির হয়নি। বিচারিক কমিটির সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়ার জন্য তিরস্কার করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে। প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত সমন অবজ্ঞা করেছে যার ফলে প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধিও লংঘন করেছে। তাই, প্রতিপক্ষ তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। প্রতিপক্ষের এই অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের জন্য তাঁর পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলযোগ্য।

ফরিয়াদীর দাখিলকৃত সমস্ত কাগজপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীপক্ষ কাগজপত্র দ্বারা তার বক্তব্য প্রমাণে সমর্থ হয়েছেন।

প্রতিপক্ষের এই ধরনের আচরণ হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর বলে কাউন্সিল মনে করে। ফরিয়াদীর দায়েরকৃত মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য। তাই সর্বসম্মতিক্রমে মামলাটি মঞ্জুর করা হলো।

একইসঙ্গে আমরা প্রতিপক্ষকে এইরূপ অযাচাইকৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হলো। উপরোক্ত, পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই মামলাটি মঞ্জুর করা হলো।

এ রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে "দৈনিক নূতন সংবাদ" পত্রিকায় রায়টি হুবুহু প্রকাশ করতে এবং একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে প্রেরণের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে সহি মহুরী নকল গ্রহণ করে এই রায়টি যে কোন পত্রিকায় নিজ খরচে প্রচার করতে পারেন।

অবগতির জন্য ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট রায়ের একটি অনুলিপি প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরকে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)

চেয়ারম্যান

স্বাক্ষরিত/-

(আকরাম হোসেন খান)

সদস্য

স্বাক্ষরিত/-

(ড. উৎপল কুমার সরকার)

সদস্য